(ক) "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দের অর্থ অর্থ কি ?
(খ) "كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَة" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? পৃষ্ঠা নং- ৩২৪

প্রথমে আমি "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ পৃষ্ঠা নং- ৩২৪ থেকে পৃষ্ঠা নং-৩২৯ পর্যন্ত, তারপর "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ পৃষ্ঠা নং- ৩৩০ থেকে পৃষ্ঠা নং-৩৩২ পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা । তারপর, "كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَة" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "بِدْعَة" (বিদআ'তুন) শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে নিম্নে বর্ণিত বর্ণমালায় ক্রমিকসম্বলিত চারটি (০৪টি) পদ্ধতিতে পৃষ্ঠা নং- ৩৩৩ থেকে পৃষ্ঠা নং-৩৪০ পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা । বর্ণমালায় ক্রমিকসম্বলিত চারটি (০৪টি) পদ্ধতি হচ্ছে ---
(ক) "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভুক্ত "اَلْاِيْجَازُ" (আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং "اَلْاِطْنَابُ"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে<> ---------পৃষ্ঠা-৩৩৩
(খ) "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভুক্ত "التَّوْرِيَةُ " (আত্ তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" ব্যবহারের মাধ্যমে<> ---------
----------পৃষ্ঠা-৩৩৩
(গ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার " جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যবলী" পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে<>পৃষ্ঠা--৩৩৪
(ঘ) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ)ব্যবহারের মাধ্যমে<>বিস্তারিত বর্ণনা-পৃষ্ঠা-৩৩৬
এখন প্রথমে শুধু ----------→->
(১) "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ,
(২) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ>>
(৩) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ >> বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

(১) "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থঃ-পৃষ্ঠা নং-৩২৪

"بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ বুঝার জন্য আমি এখানে নিম্নে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুটি পবিত্র হাদিস শরীফ উল্লেখ করব । এ দুটি পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকেই "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থের উপর বিস্তরিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

[১]"اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ سَبِيْلُهَا اِلَى النَّار
[২] - " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত দুটি পবিত্র হাদিস শরীফের একটিতে " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দ রয়েছে অপরটিতে "اَحْدَثَ "(আহদাছা) শব্দ রয়েছে। আমাদেরকে জানতে হবে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামাই সর্বপ্রথম কথা-বার্তায় ও বক্তব্য দানে "

بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটি ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁর পূর্বে কোন আরবি ভাষাভাষি সাধারন লোক এই " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটি তাদের কথা-বার্তায় ও বক্তব্য দানে ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন নি । কাজেই, যে সে এই " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির ব্যাখ্যা ও অর্থ করলে হবেনা ও চলবেনা । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র সাহাবাকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের থেকে আসা মুসলিম উলামাকেরামগণ তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন কিতাবে যে অর্থ করেছেন ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট হয়নি বিধায় "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানী মোবারক থেকেই জানতে হবে । এটা এই জন্য যে, মুসলিম উলামাকেরামগণের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে যদি কোন হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাব যথাযথ সঠিকভাবে উদ্ধার করা না যায় অথবা তাঁদের নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান যদি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানীর উদ্দেশ্যের অনুকুল না হয় তা হলে ইসলামি শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে এক হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাব অন্য হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে । আমি উক্ত নীতিমালা অনুসরনেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বানী যেমন- " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির অর্থ , মর্ম ও ভাব অন্য একটি হাদিস শরীফের অর্থ, মর্ম ও ভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা । এখানে " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানার অমিয় বাণী থেকে উৎসরিত একটি শব্দ ।আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ--

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ سَبِيْلُهَا اِلَى النَّارِ" "– أَبُو دَوُد (4607)[১] (অর্থঃ-তোমরা [ধর্মে নতুন আইন হিসেবে] সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় "(ইসলাম ধর্মে) নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদআত , সকল বিদআত তথা নতুন কিছু [1] সংযোজন বা সংযোগ"ই" ভ্রষ্টতা, আর সকল ভ্রষ্টতার পথই দোযখের দিকে (প্রবেশকারী) আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭) । উক্ত হাদিস শরীফখানা কতগুলো খন্ড বাক্যসমূহের সমাহার। উক্ত হাদিস শরীফ থানার প্রত্যেকটি খন্ড বাক্যই "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْإِيْجَازُ" (আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতিতে বর্ণিত। উক্ত হাদিস শরীফের অন্তর্ভূক্ত " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিও "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের" একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْإِيْجَازُ" (আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতিতে বর্ণিত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানী----"كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে" مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন))।" مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) শব্দটি "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী)এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْإِطْنَابُ" (আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতিতে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার অপর এক হাদিস শরীফের বাণী - ----------------

[1] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

[২](4606) أَبُو دَوُد " – "مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" ([2]) বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দটির "مَفْعُوْل" (মাফউ'লুন >কর্ম) ধারণ করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী-"فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة" বাক্যটিতে ব্যবহৃত " مُحْدَثَةٌ (মুহদাছাতুন) শব্দ থেকে গৃহীত । " مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) শব্দটি উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী---"مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দের مَصْدَرٌ(মাসদার>উৎস মূল) "اِحْدَاث' "(ইহদাছুন) থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে "নতুন কিছু সংযোজন করা বা সংযোগ করা"। আর "اَحْدَثَ "(আহদাছা) ক্রিয়াবাচক শব্দটি "مَفْعُوْل " (মাফউ'লুন >কর্ম) শব্দে রূপান্তরিত হয়ে "مُحْدَثَةٌ"(মুহদাছাতুন)শব্দে পরিণত হয়েছে । এর অর্থ হয়েছে"নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছু" [3]। এই শব্দটিকে ধর্মের প্রতি সম্পর্কিত করায় এই শব্দটি শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ ধারণ করেছে । এর প্রতি সঙ্গতি রেখেই " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির হাদিস শরীফ ভিত্তিক আরবী প্রতিশব্দ " مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) এর শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ- "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু(আইন)" [4] করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের অর্থ, মর্ম ও ভাব, কিন্তু এক ও অভিন্ন । তবে উভয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি (প্রথম হাদিস শরীফখানা) সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক অপরটি (দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা) সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক। তাছাড়া, উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফখানাতেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির সংজ্ঞা অনুরূপ প্রতিশব্দ " مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দের মাধ্যমেই দিয়েছেন । যেমন তিনি বলেছেন------ "فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ"(অর্থঃ-কেননা নিশ্চয় " مُحْدَثَة " (মুহদাছাতুন)ই " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) । যেহেতু "مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন)হচ্ছে "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) সেহেতু" بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন)হচ্ছে "مُحْدَثَة" (মুহদাছাতুন) ।

অতএব, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত শব্দ হওয়ায় এ শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হয়েছে এবং আইনগত অর্থের আওতাভুক্তও হয়েছে । তাই, এখন "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) । আর مُحْدَثَةٌ (মুহদাছাতুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)। " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হওয়ার বিষয়টি তিরমিজি শরীফের একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------

"وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْاُمُوْرِ فَاِنَّهَا ضَلَالَةٌ" >>অর্থঃ-তোমরা [ধর্মে নতুন আইন হিসেবে] সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় উহা ভ্রষ্টতা, সুনানুত তিরমিজি,শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৭৬ । অত্র হাদিস শরীফখানাতে ব্যবহৃত "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দটিকে

---

[2] >>(অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু(নতুন আইন) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)<<

[3] >>**(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

[4] >>**(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেভাবে "ضَلاَلَةٌ" তথা "ভ্রষ্টতা" বলেছেন ঠিক তেমনিভাবে অন্য হাদিস শরীফে "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটিকেই অনূরূপ "ضَلاَلَةٌ" তথা "ভ্রষ্টতা" বলেছেন ।আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীর ভাষ্য মোতাবেক "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির সমার্থবোধক শব্দ হয়ে এখন পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হয়েছে। যাহোক, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণীতে ব্যবহৃত দুটি শব্দ " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)শব্দ এবং "مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন)শব্দ থেকে এখন এ কথা বুঝা গেল যে, " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছাতুন) হচ্ছে একই বাক্যের অন্তর্গত একই সমান অর্থযুক্ত সমার্থবোধক দুটি শব্দ। অতএব," مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ হচ্ছে- "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন" [5] আর " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থও হচ্ছে "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন" [6] । অর্থাৎ উভয় শব্দের অর্থ একই ।
আমাদেরকে এ কথা ভাল করেই বুঝে নিতে হবে যে, " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং" مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দ দুটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত শব্দ না হলে এ শব্দ দুটি পরস্পর পরস্পরের অথবা একটি অপরটির প্রতিশব্দ হতো না এবং আইনগত অর্থের আওতাভুক্তও হতো না বরং " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং" مُحْدَثَةٌ " মুহদাছুন) শব্দ দুটি তখন শুধু অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের অন্তর্ভূক্ত হতো এবং এ শব্দ দুটির তখন ইসলামি শরীয়ত (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة")তথা ইসলামি আইনগত গুরুত্ব থাকত না। তখন"بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) এবং" مُحْدَثَةٌ" (মুহদাছুন)শব্দ দুটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ হত>"নতুন কাজ, নতুন বস্তু,নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার" । মহান আল্লা তাআ'লাই ভাল জানেন ।

"عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাতি) তথা "অলংকার শাস্ত্রের " পরিভাষায় "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) এবং " مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দদ্বয়ের অবস্থানঃ

"عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " পরিভাষায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফে ব্যবহৃত " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটি " اَلْإِيْجَاز" (আল ইজায়ু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্তরূপ" এর অন্তর্ভূক্ত এবং " مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) শব্দটি "اَلْإِطْنَاب" (আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতিতে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানী- " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ."(অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু (নতুন আইন) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৬০৬।)বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ "اَحْدَثَ" (আহদাছা) শব্দের "مَفْعُوْل" (মাফউ'লুন >কর্ম)থেকে নির্গত হয়ে " اَلْإِيْجَاز" (আল ইজায়ু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্তরূপ" এর অন্তর্ভূক্ত একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ ।

---

[5] >> **(পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**
[6]>> **(পরিবর্তন, পরিবর্ধন, আইন, ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

এটা এই জন্য যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলোকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য, ইসলাম ধর্মের তথা ইসলামি শরীয়তের আইন রচনায় বা শরীয়ত প্রবর্তনে মুসলিম জাতির যে কোন স্তরের মানুষের অনাধিকার চর্চা বা অনাধিকার হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্য, যে কোন মুসলিম মানুষের যে কোন মাতব্বরী ঠেকানোর জন্য এবং ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে "নতুন আইন সংযোজন বা সংযোগ" তথা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) প্রচলন বা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) অনুপ্রবেশ রোধ কল্পে হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী- " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিকে তিনি "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْإِيْجَازُ" (আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাণী যেমন- " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন)বাক্যটিরই ব্যাখ্যা তাঁর অন্য এক হাদিস শরীফের বাণী যেমন -------- " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " "أَبُو دَوُد (4606) [7] বাক্যটিকে তিনি "عِلْمُ الْبَلاَغَةِ "(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের " একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْإِطْنَابُ" (আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।

অতএব, কোন মুসলিম মানুষের নতুন কাজ,নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপারগুলো যতক্ষন "مُحْدَثَةٌ " (মুহদাছাতুন) তথা "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত [আইন"] হবেনা ততক্ষন পর্যন্ত তা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) হবেনা তথা এর আইনগত অর্থ "(ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন" [8] হবেনা।

অনুসিদ্ধান্তঃআমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফের বানী যেমন -" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির অর্থ , মর্ম ও ভাব এবং অন্য হাদিস শরীফের বানী যেমন " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "أَبُو دَوُد (4606) [9] বাক্যটির অর্থ , মর্ম ও ভাব কিন্তু এক ও অভিন্ন। তবে উভয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি (প্রথম হাদিস শরীফখানা) সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক অপরটি(দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা) সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগ সহ পরবর্তী দুইযুগ মিলে মোট তিন উত্তম শতাব্দীর অর্থাৎ " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, তাবেঈন এবং তাবে'-তাবেঈনগণের অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমানগণ " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইনই" [10] বুঝেছেন এবং তদানুযায়ীই আমল করেছেন ।অর্থাৎ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুলকুরুনিছ্ছালাছাহ)তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবা কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম,তাবেঈন এবং তাবে'-তাবেঈনগণের অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমানগণ " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ , মর্ম ও ভাব যেভাবে বুঝতে , হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তদানুযায়ী আমলও করেছেন । কিন্তু পরবর্তীতে চতুর্থ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহাবীদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিম

---

[7] >>(অর্থঃ-" যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন নতুন কিছু [7] সংযোজন বা সংযোগ"করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬,।)<<

[8] >>**(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

[9] >>(অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন নতুন কিছু ((পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ))সংযোজন বা সংযোগ" করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)

[10] >>**(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

মানুষ ব্যাতিত মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমরা অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমরা অথবা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা এবং নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণ" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ , মর্ম ও ভাব সেইভাবে বুঝতে , হৃদয়ঙ্গম করতে এবং তদানুযায়ী আমল করতে পারেন নি ।

ফলে বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ বা অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতে সৃষ্ট, প্রকাশিত এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য মানব কল্যাণকর মুসলিম সমাজে প্রচলিত নতুন নতুন বিষয়, কাজ ও বস্তুগুলোকে শরীয়ত সমর্থিত [11] আইন বহির্ভূত, [12] মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) না বলে এবং জায়িয ও মুবাহ বলার পরিবর্তে অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থানুসারে কথায় কথায় " بِدْعَةٌ"(বিদআ'ত) তথা নতুন বিষয়, নতুন কাজগুলোকে ফরজ-হারাম ও নিন্দনীয় বিদআ'ত বলছেন।

এ সমস্ত মুসলিম মানুষেরা নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে " بِدْعَةٌ"((বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব বুঝতে , হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ ও অক্ষমই হয়ে পড়েছেন। এ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার ফলশ্রুতিতে মুসলিম মানুষের মধ্যে বিরোধ প্রকট হচ্ছে, অশান্তির সয়লাব প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ তারা সকলেই এক আল্লাহ তা'য়ালাতে বিশ্বাসী, এক নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতে বিশ্বাসী, একই কুরআন শরীফে বিশ্বাসী, জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ কামনা কারী, এক কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছে, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নির্দেশে রোজা, হজ্ব পালন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদান ইত্যাদি সহ অন্যান্য যাবতীয় সকল সৎ কর্মগুলো করে যাচ্ছে। এতদ সত্বেও তাদের মধ্য থেকে বিরোধ ও অশান্তি দূরীভূত হচ্ছে না।

অতএব, " بِدْعَةٌ"("(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব বুঝে , হৃদয়ঙ্গম করে মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনে কার্যকর ও সম্পাদন করলে বিরোধ ও অশান্তি থাকবেনা।

আর আসুন আমরা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ, মর্ম ও ভাব এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, মর্ম ও ভাব নিরপেক্ষভাবে মুসলিম মানুষের নিকট উপস্থাপন করি।

---

[১১] যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

[১২] যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৯ এ দেখুন ।